যদি সফল জীবন গড়তে চাও

লেখক

আবদুল আজিজ বিন জামাল
পরিচালক : ইসলামি যুব সংঘ
কাঁঠালবাড়ি, শিবচর, মাদারীপুর।

সম্পাদনা

মুফতি জুনাইদ আহমদ
লেখক ও উস্তাদ : জামিয়া দারুল উলুম হক্কানিয়া
কাঁঠালবাড়ি, শিবচর, মাদারীপুর।

আলোক ঠিকানা
প্রকাশনী

লেখকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা মহান রবের, যিনি সমগ্র মাখলুককে সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং অপূর্ব নির্মাণ-শৈলী ও মনোলোভা আকৃতি দ্বারা শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানবজাতিকে প্রেরণ করেছেন এই নশ্বর ধরাধামে। সকল কিছুই তাঁর একক কর্তৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। সকল বিষয়ে রয়েছে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য।

সহস্র কোটি দরুদ ও সালাম সেই মহানবীর ওপর, যাঁকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে।

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই পরস্পর-বিরোধী দুটি শক্তি সক্রিয়। একটি শক্তির কাজ হচ্ছে মানুষকে হেদায়াত, কল্যাণ এবং সমস্ত মঙ্গলজনক কাজের দিকে আহ্বান জানানো, পক্ষান্তরে অপর শক্তির কাজ হচ্ছে মানুষকে বিপথগামী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাওয়া।

তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে শয়তান এবং তাগুতি শক্তি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করে একশ্রেণির মানুষকে গোমরাহি, কুসংস্কার এবং ধ্বংসের অতলান্তে নিমজ্জিত করছে। বিশেষ করে নবীন প্রজন্মকে স্মার্টফোন এবং বিভিন্ন গেম-এর প্রতি আসক্ত করে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে।

তাই কতিপয় গল্পের মাধ্যমে ইহুদি-নাসারাদের কিছু চক্রান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যেন সঠিক পন্থা অবলম্বন করে ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ফের আলোকময় জীবন উপভোগ করতে পারি। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধান এবং তাঁর রাসূলের আদর্শ অনুসারে জীবন সাজিয়ে উভয় জগতের সফলতা অর্জন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমিন।

এই কলমটাকে চালনার জন্য বিভিন্ন সময় যাঁরা উদ্যম ও সাহস জুগিয়েছেন, আজকের আনন্দঘন মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের স্মরণ করি। বিশেষত মুফতি জুনাইদ আহমদ সাহেবকে স্মরণ করছি। শায়খের প্রতি আমি আন্তরিক চিরকৃতজ্ঞ। যখন কেউ কেউ হতাশার বাণী শুনিয়ে আমাকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন শায়খ আমার মতো অধমের পাশে ছায়া হয়ে থেকেছেন। তাঁর আনুকূল্য না থাকলে আমার পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আল্লাহ শায়খকে তাঁর শান অনুযায়ী দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিদান দান করুন। আমিন।

সুপ্রিয় পাঠক, আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই গ্রন্থে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা অসম্ভবের কিছু নয়। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো ক্ষমার নজরে দেখার অনুরোধ রইল। তবে মৌলিক কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব।

পরিশেষে মহান রবের কাছে ফরিয়াদ, দয়া করে আমাদের সকল ভ্রান্তি ক্ষমা করুন, লেখক-প্রকাশকসহ বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনত কবুল করুন, পাঠককে উপকৃত করুন এবং বইটি নাজাতের জরিয়া হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আবদুল আজিজ বিন জামাল
পরিচালক, ইসলামি যুব সংঘ
কাঁঠালবাড়ি, শিবচর, মাদারীপুর।

সূচিপত্র

- ❑ বিষাক্ত প্রেম ১১
- ❑ মানুষ এখন নরাধম ২১
- ❑ বিধ্বংসী ফ্রি ফায়ার ৩৫
- ❑ আইপিএল-এর তাণ্ডব ৪১
- ❑ ভয়াবহ করোনা ৪৬
- ❑ প্যান্ট পাক নেই ৪৮
- ❑ হায়রে বৃদ্ধাশ্রম ৫৪
- ❑ কে সন্ত্রাসী ৫৭

বিষাক্ত প্রেম

— কীরে ব্যাটা আলিম, উদাস মনে কী ভাবছিস?

— ভাবছি রাজিনকে নিয়ে।

রাশেদ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল— ওর আবার কী হলো?

— সম্প্রতি ছেলেটি যা শুরু করেছে, তার পরিণাম খুব একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না!

— আরে বাবা! কী হয়েছে, তা বলবি তো?

— আচ্ছা শুনবি? না দেখবি?

— আজিব তো, কেউ দেখতে পেলে, শুনতে চায়?

— আচ্ছা, চোখ বন্ধ কর।

— তুই মজা করছিস না তো আবার?

— খেয়ে দেয়ে কাম-কাজ নেই নাকি, যে তোর সঙ্গে মজা করতে যাব?

— কাণ্ড যদি দেখতে চাস, কথা না বাড়িয়ে ঝটপট চোখ বন্ধ কর; নইলে শোন।

— আচ্ছা, চোখ বন্ধ করছি।

এই বলে রাশেদ চোখ বন্ধ করল। তার চোখ বন্ধ করা দেখে আলিম মুচকি হাসল আর মনে মনে ভাবল, ব্যাটার আগ্রহ তো কম নয়! একটু পরে আলিম জঙ্গলের দিকে আঙুলের ইশারা করে বলল— বন্ধু সোনা, এবার চোখ খুলে ওই যে দেখ ঘুটঘুটে অন্ধকারে টিমটিম আলো জ্বলে।

রাশেদ ভয়ে আঁতকে ওঠল! সে বলল— এত রাতে ওই গভীর জঙ্গলে কীসের ঝলকানি? জিন, ভূত নয়তো আবার?

— আরে নাহ!

— তো কীসের আলো?

— যার খোঁজ নেই এলাকার কোথাও, সেই নিখোঁজ ব্যক্তির উদয়।

— হায় রে পণ্ডিত মশাই, না প্যাঁচিয়ে সহজে বলেন!

— আরে ব্যাটা, ওইটা রাজিন।

— ও আচ্ছা! বেশ ভালো কথা, কিন্তু রাজিন এত রাতে ওখানে কী করছে?

— প্রেম দরিয়ায় সাঁতার কাটছে!

— আচ্ছা এই কাহিনি? রাখ, ব্যাটাকে দেখাচ্ছি প্রেমের মজা।

— মানে কী?

রাশেদ দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল— ভূত সেজে ওকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলব। হিহিহি... ভারি মজা হবে!

— আরে বন্ধু, যারা প্রেম শহরে প্রবেশ করে তারা নির্ভীক, নির্লজ্জ! ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। কিন্তু ওকে এই অবৈধ কাজ থেকে নিষেধ করাও তো আমাদের কর্তব্য?

— তা বটে।

— তবে আতঙ্কগ্রস্থ করে নয়, সুকৌশলে নিষেধ করতে হবে।

— হুম। তা তুই ঠিক বলেছিস।

কথার ফাঁকে আলিম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল। সে বলল— ওমা, রাত বারোটা ছুঁইছুঁই! কাম সারছে, জলদি বাড়ি চল; আব্বু আজ ভীষণ রাগ করবেন।

— হ্যাঁ রে হ্যাঁ, বাড়ি চল তাড়াতাড়ি। আমাকেও আজকে খাইছে!

রাশেদ, রাজিন ও আলিম পরদিন বিকেলে শিহাব কাকার চায়ের দোকানে হাজির। তিন বন্ধু আড্ডা দিচ্ছিল। খানিক বাদে আলিম বলল— কাকা, তিন কাপ চা দেন তো।

— বহো বাজানরা, দিতাছি।

— কতদিন হলো কাকা, আপনার দোকানে আসা হয় না।

— হরে বাজান, আমার দোকানের কথা তো তোমরা মনে হয় ভুইলাই গেছো!

— কী যে বলেন না, কাকা। আসল কথা কী জানেন, বয়স যতই বাড়ছে মজা-মাস্তি, ঘোরাঘুরি ও আমোদ-প্রমোদ ততই হ্রাস পাচ্ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুর্বার গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যস্ততা ও দুশ্চিন্তা। তাছাড়া, আঠারো থেকে পঁচিশ বছর সময়টা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ; তবে দামি ও মূল্যবান। এ সময় ভুল পথে পা বাড়ানো মানুষগুলো হারাতে থাকে পরম যত্ন, স্নেহ ও মমতায় আগলে রাখা প্রিয় মানুষগুলোকে। তাদের ধ্বংস হয় লক্ষ-কোটি লালিত রঙিন স্বপ্ন, হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করে চিরচেনা মুখগুলো চিরতরে ছুটে চলে দূরপ্রান্তে। বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার রুদ্ধ কান্নায় বুক ফাটে, কিন্তু মুখ চেপে চোখের নোনাজলে বুক ভাসানো ছাড়া কিছুই করার থাকে না। নির্মম বাস্তবতার নির্দয় আচরণ যে কতটা ভয়াবহ, যে এর সম্মুখীন হয়, শুধু সে-ই উপলব্ধি করতে পারে। ভাষার গাঁথুনিতে সেটি ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব।

তবে অন্ধকারে পা বাড়ানো মানুষগুলোকে যদি সত্য পথের সন্ধান দেওয়া যায়, তাহলে তারা আলোর পথে ফিরে আসতে পারে। কারণ অদম্য বালকেরা হাজারো বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে দৃঢ়প্রত্যয়ে নিজের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছায়।

উফ! কিছু কথা বুকের ভেতর উতলে উঠছে। কিছু মানুষ মস্ত বড়ো জালেম! স্বার্থ হাসিলে কত রংঢং ও সুমধুর আচরণ করে! যেই স্বার্থ শেষ হয়, কী ভয়ানক দানবের রূপ! কবি কী চমৎকার বলেছেন, 'সুসময়ে বন্ধু বটে অনেকেই হয়, অসময়ে হায় হায় কেউ কারো নয়।'

এ ধরায় অনেক হিংসুটে মানুষের বসবাস, যারা অন্যের উত্থানে সর্বদাই অন্তর্দহনে জ্বলতে থাকে। কারও ক্যারিয়ার গড়ার পেছনে কিঞ্চিৎ সহায়তা ও উদ্দীপনা জোগান দেওয়ার মানুষ এই রাজ্যে খুবই বিরল। কিন্তু দমন-পীড়ন, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও নিরুৎসাহ করাতে কোনো মানুষের কমতি নেই।

ব্যথাহত আলিমের আবেগঘন কথাগুলো শুনে অজান্তেই কাকার চোখ ছলছল করে ওঠে। থ হয়ে রাশেদ বসে আছে, রিমঝিম বৃষ্টি আর আবেশ-মেশানো কথার লাবণ্যে কখন যেন রাজিন রাজ্যের বিস্ময়ে বিলীন হয়ে গেছে কে জানে! আলিম তবুও থেমে নেই। আবারও বলতে লাগল— জীবন এতটা সহজ ব্যাপার নয়, এর অঙ্কটা বেশ প্যাঁচানো। এই প্যাঁচের সমাধান খুঁজতে গিয়ে আমরা বিগড়ে যাই, বিচলিত হয়ে পড়ি। কারণ, অন্যকে নিজের ওপর বেশি প্রাধান্য দিই এবং সোজা পথে হাঁটার চেয়ে বাঁকা পথে হাঁটতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। বিষয়টি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করছি :

এই যে মনে করুন, আমরা 'পরিবার'-কে একটু সুখে-শান্তিতে রাখতে সুদ-ঘুস, হালাল-হারাম ও চুরি-চামারির তোয়াক্কা করি না। অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করি, কিন্তু একটিবারও কি চিন্তা করে দেখেছি, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে যাদের জন্য জীবিকার্জন করছি, শেষ বিচারের ওই কঠিন দিনের ভয়ানক মুহূর্তে তারা কি আমার পাপের কিঞ্চিৎ ভাগ নেবে?

ওই ভয়ানক কেয়ামত দিবসে মানুষ হন্যে হয়ে কীটপতঙ্গের মতো দিগ্-বিদিক ছোটাছুটি করবে। পাহাড়-পর্বত পশমের মতো উড়তে থাকবে। জিন-ইনসানের পাপ-পুণ্যের হিসাব গ্রহণের জন্য হাশরের ময়দানে রব্বে কারিম দাঁড়িপাল্লা কায়েম করবেন। যার সৎকার্মের পরিমাণ বেশি হবে, সে অনাবিল শান্তির জায়গা চিরস্থায়ী জান্নাতে যাবে এবং অভূতপূর্ব আনন্দের জীবন লাভ করবে। যার অসৎ কাজের পরিমাণ বেশি হবে, তার অবস্থা হবে ভয়াবহ ও শোচনীয়! উত্তপ্ত আগুনের গর্তে স্থায়ী নিবাস হবে তার। (সুরা আল-কারিয়ার সারমর্ম)

ভয়ানক কেয়ামত দিবসে একজনের পাপের ভাগ অন্যজন নেবে না। তাই সে যতই আপনজন হোক না কেন। আমার পাপের বোঝা আমাকেই বহন করতে হবে। তবে কেন এদের জন্য আমি পাপ কাজে লিপ্ত হই? বেশি না, এই একটু চিন্তা করলেই অতি সহজে জীবনের সমাধান খুঁজে পেয়ে যেতাম।

এই চিন্তা করে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা ও ঘোরাঘুরি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তাই আরকি আপনার দোকানে কম আসা হয়।

আলিমের কথাগুলো শুনে সবাই আবেগ আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। এবার কাকা চোখ মুছতে মুছতে বললেন— বুদ্ধিমান ছেলেপুলের কাজ এটাই, বেহুদা সময় নষ্ট না করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

তারপর তিনি চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন— বাজানরা, এই নাও চা।

রাশেদ, রাজিন ও আলিম পরস্পর কথাবার্তা বলছে আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। হুট করে রাজিনকে উদ্দেশ্য করে রাশেদ বলল— আচ্ছা, ইদানীং তোর মোবাইল এত ব্যস্ত থাকে কেন?

রাজিন যেন আকাশ থেকে পড়ল, এমন ভাব করে সে বলল— কই? না তো!

— একদম অসত্য কথা বলবি না। গতকাল অন্তত পঞ্চাশবার তোকে কল করেছি, কিন্তু তোর মোবাইল শুধু ব্যস্তই বলে। কারণ কী? আচ্ছা, আসল কথা বল তো! দিনরাত কার সঙ্গে এত্ত কথা বলিস?

এবার রাজিন যেন নড়েচড়ে বসল। সে বলল— তা জেনে তোর কাজ নেই।

রাশেদ মুচকি হেসে বলল— আরে শত হলেও তুই আমাদের বন্ধু, আর তোর বিষয়ে আমরা জানবো না, তা কি হয়?

আলিমের যেন আর তর সইছিল না। সে হুট করে বলেই ফেলল— আচ্ছা, গতরাতে ওই গভীর জঙ্গলে বসে নিচু স্বরে কার সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলি?

এবার রাজিন যেন রেগে গেল। তাই ভর্ৎসনা করে সে বলল— দূর ব্যাটা! পাগল হয়ে গেলি নাকি? কী আবোল-তাবোল বলছিস?

রাশেদ শান্তভাবেই বলল— নারে বন্ধু, একদম সত্য কথাই বলছি। তুই আমাদের কাছে লুকানোর চেষ্টা করিস না। সত্যি করে বল, কার সঙ্গে এত মিষ্টি মধুর আলাপ করছিলি?

রাজিন বুঝল, সে ধরা পড়ে গেছে। এদের থেকে বিষয়টি আর গোপন রাখা সম্ভব নয়। তাই সে একটু ঝাঁজালো কণ্ঠেই বলল— রুণার সঙ্গে। তাতে তোদের সমস্যা?

একথা শুনে দু'বন্ধু যেন আকাশ থেকে পড়ল। রাশেদ বলল— ওম্মা! রুণা আবার কে?

রাজিন বলল— সে আমার রজনিগন্ধা ফুল।

রাশেদ বলল— বুঝলাম, কিন্তু মানেটা কী?

রাজিন মুচকি হেসে বলল— মানে আর কী? রুণা আমার জানের জান, আত্মার-আত্মা, পরম ভালোবাসার মানুষ।

আলিম বলল— ও আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার? তো এই কাম কবে থেকে?

রাজিন ক্ষিপ্ত স্বরে বলল— এই ব্যাটা! কী শুরু করলি? বনী ইসরাইলের মতো এত প্রশ্ন করছিস কেন? আমাকে জ্বালাতন করতে ডেকেছিস নাকি চা খাওয়াতে ডেকেছিস, কিছুই তো বুঝতে পারছি না?

রাশেদ বলল— তুই রাগ করিস না, বন্ধু। শোন, মানা না-মানা তোর ব্যাপার; জীবনটা যদি ধ্বংস করতে না চাস, তাহলে সময় থাকতে এই অবৈধ প্রেমপ্রীতি ছেড়ে দে। কারণ, এগুলো জীবনকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। হয়তো রুণা তোকে ছ্যাঁকা দিয়ে অন্য ছেলের সঙ্গে চলে যাবে। কারণ, যে মেয়েটি পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে ফাঁকি দিয়ে তোর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পারে, সে তোকে ফাঁকি দিয়ে অন্য ছেলের সঙ্গ দেবে না, তার কী নিশ্চয়তা?

আর যদি তুই ওকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেয়েও যাস; তবুও সাংসারিক জীবনে হয়তো সুখী হতে পারবি না। কারণ, হারামের মধ্যে নেই কোনো আরাম। এমন হাজারো ইতিহাস আছে, প্রেম চলাকালে প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকা মিষ্টি মধুর কথা বলত। একসময় সে বউ হয়ে প্রেমিকের ঘরে গেল। নতুন নতুন ক'দিন ভালোই কাটল। কয়েক মাস পার হতেই তার আর ভালো লাগে না। স্বামী ফোন করলে রেগে বলে, 'কী হয়েছে? এত ফোন দাও কেন? ধ্যাৎ! কাজে ব্যস্ত আছি। যখন-তখন আর ফোন দেবে না।' তখন শুরু হয় অশান্তির বন্যা। বুঝলি রাজিন?

রাজিন তো রেগেমেগে আগুন। রাগে গড়গড় করতে করতে বলল— দূর ব্যাটা পাগল-ছাগল, হাঁকদা-কচুদা কী বলছিস? স্পষ্ট করে বল, প্রেম করলে কী এমন ক্ষতি হয়, আর না করলে কী উপকার হয়?

আলিম বলতে শুরু করল— রাশেদ, তুই চুপ থাক; উত্তরটা ওকে আমিই দিচ্ছি। প্রেম না করার ফায়দা—

➲ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে : যদি এখনো পর্যন্ত কেউ প্রেম সাগরে ডুবে না যায়, তার জন্য সুসংবাদ। কারণ তার রক্তচাপ সংযত আছে।

➲ হৃদপিণ্ড ভালো থাকে : প্রেমের বন্ধন থাকলে প্রতিনিয়তই ঝগড়াঝাঁটি, মানসিক অশান্তি, পারিবারিক বিবাদ সৃষ্টি করে। এর ফলে তাদের ভীষণ ক্ষতি হয়। যা পরবর্তী সময়ে হার্ট-অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। আর একা থাকলে অনেকটাই এই ধরনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

➲ মস্তিষ্ক ভালো থাকে : প্রেমের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেলে নানারকম অস্বস্তি আর মানসিক চাপ ভর করে মাথায়। এই বাড়তি মানসিক চাপ মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর। এরচেয়ে একা থাকলেই মস্তিষ্কের জন্য তুলনামূলক ভালো। কারণ একা থাকলে নিজের ইচ্ছের রাজা হয়ে যখন যা খুশি তা ইচ্ছা মতো করা যায়। আর তাই মন ফুরফুরে থাকে।

...